দৈনিক ইত্তেফাক

078

তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা I কলাম I

আষাঢ়
৩২শে আষাঢ় ১৩৯৪ N.

বুধবারের ঘটনাঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল (বৃহস্পতিবার) গভীর রাতে ১৫ই জুলাইর গুলী ও বোমাবাজি সম্পর্কে জানান, সলিমুল্লাহ হল আক্রমণের জন্য যাহারা অগ্রসর হইতেছিল তাহারা ছিল সশস্ত্র। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বলেন, এমন হামলার আশঙ্কা তাহারা আগে হইতে করিতেছিলেন। কিন্তু সকাল ১০টা হইতেই পুলিশকে সলিমুল্লাহ হলের সামনে টহল দিতে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও 'পুলিশ ঘটনার পরে সেখানে উপস্থিত হয়'।

ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ হালিমের মৃত্যু সম্পর্কে জানান, সূর্যসেন হলের গাড়ী বারান্দার কাছে ১৪ই জুলাইর মধ্যরাতের পর

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

(১ম পৃঃ পর)

'রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় একজন ছাত্র পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া' এম্বুলেন্স ডাকা হয়। রাত সাড়ে ১২ টায় গুলীর শব্দ হইয়াছিল। প্রভোষ্ট আহত ছাত্রকে লইয়া মেডিকেল হাসপাতালে যান। ডাক্তারগণ তাহাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইহার পর বিএনপি সমর্থক ছাত্ররা জাসদ সমর্থকদের হল কক্ষ তছনছ শুরু করে বলিয়া ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানান। এ ভাষ্যে বলা হয়, হালিমের মৃত্যু সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে মোহসীন সূর্যসেন, জসীমউদ্দীন হল এলাকায় বিএনপি সমর্থকরা মিছিল করে, ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলে জাসদ (ইনু) ছাত্রলীগের ছাত্রদের কক্ষ তছনছ হয় বলিয়া প্রভোষ্টগণই ভিসিকে জানাইয়াছিলেন। ভিসি, প্রোভিসি, প্রভোষ্ট, টিউটরগণ সারারাত মেডিক্যাল কলেজ ও ক্যাম্পাসে ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। সকালে অবস্থা ছিল শান্ত। সকাল সাড়ে ৮টায় ভিসি সকল হলের প্রভোষ্ট টিউটর-শিক্ষক সমিতি কর্তাদের নিয়া সভা করেন। সাড়ে ১১ টায় সিণ্ডিকেট বৈঠকে বসিলে সেখানেই খবর আসে: কিছুসংখ্যক অস্ত্রধারী সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ভূতত্ত্বের ছাত্র মুন্নাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পিজিতে ভর্তি করা হয়। দুপুর নাগাদ অবস্থার দ্রুত অবনতিতে ক্যামপাসে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারীদের জানমাল বিপন্ন হইয়া উঠিলে সিণ্ডিকেট সকল ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। আরও প্রাণহানি এড়ানোর জন্য আর কোন বিকল্প ছিল না বলিয়া ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা হলে নিজ নিজ কক্ষে তালা দিয়া হল ত্যাগ করে। বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।